গঙ্গাধরের বিপদ

(গল্পগ্রন্থ – তালনবমী)

অনেকদিন আগেকার কথা। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে, সে সময় মসলাপোস্তায় গঙ্গাধরকুণ্ডুর ছোটখাট একখানা মসলার দোকান ছিল।

গঙ্গাধরের দেশ হুগলি জেলা, চাঁপাডাঙ্গার কাছে। অনেক দিনের দোকান, যে সময়েরকথা বলচি, গঙ্গাধরের বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু শরীরটা তার ভাল যাচ্ছিল না।নানারকম অসুখে ভুগতো প্রায়ই। তার ওপর ব্যবসায়ে কিছু লোকসান দিয়ে লোকটা একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। দোকানঘরের ভাড়া দু-মাসের বাকি, মহাজনদের দেনা ঘাড়ে—দুপুরবেলাদোকানে বসে থেলো হুঁকো হাতে নিয়ে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। আজ আবার সন্ধের সময় গোমস্তা ভাড়া নিতে আসবে বলে শাসিয়ে গিয়েচে—কি বলা যায় তাকে?

এক পুরোনো পরিচিত মহাজনের কথা তার মনে পড়ে গেল। তার নাম খোদাদাদ খাঁ, পেশোয়ারি মুসলমান, মেটেবুরুজে থাকে। আগে গঙ্গাধরের লেনদেন ছিল তার সঙ্গে। কয়েকবার টাকা নিয়েচে, শোধও করেচে, কিন্তু সুদের হার বড় বেশি বলে ইদানীং বছর কয়েকগঙ্গাধর সেদিকে যায়নি।

ভেবেচিন্তে সে মেটেবুরুজেই রওনা হল। সুদ বেশি বলে আর উপায় কি! টাকা না আনলেই নয় আজ সন্ধের মধ্যে!

মেটেবুরুজে গিয়ে খোদাদাদ খাঁয়ের নতুন বাসা খুঁজে বার করতে, টাকা নিতে দেরি হয়েগেল। খিদিরপুরের কাটিগঙ্গা পার হয়ে এসে ট্রাম ধরবে, হনহন করে হেঁটে আসচে— এমনসময়ে একজন লোক তাকে ডেকে বললে, "এ সাহেব, ইধার শুনিয়ে তো জরা..."

সন্ধে হয়ে গিয়েছে। যেখান থেকে লোকটা তাকে ডাকলে সেখানে কতকগুলোগাছপালার বেশ একটু অন্ধকার। স্থানটা নির্জন, তার ওপর আবার তার সঙ্গে রয়েচে টাকা।গঙ্গাধরের মনে একটু সন্দেহ যে না হল এমন নয়, কিন্তু উপায় নেই, লোকটা এগিয়ে এল। ওইগাছগুলোর তলায়—সে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল।

লোকটা খুব লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ঘাড়ের ওপর পড়েছে, মুখটা ভাল দেখাযাচ্ছে না। পরনে ঢিলে ইজের ও আলখাল্লা। সে কাছে এসে সুর নিচু করে হিন্দিতে ও ভাঙা বাংলায় মিলিয়ে বললে, "বাবু, সস্তায় মাল কিনবেন?"

গঙ্গাধর আশ্চর্য হয়ে বললে, "কি মাল?"

লোকটা চারিদিকে চেয়ে বললে, "এখানে কথা হবে না বাবু, পুলিশ ঘুরচে, আমার সঙ্গে আসুন..."

ঝুপসি গাছের তলায় এক জায়গায় অন্ধকার খুব ঘন। সেখানে গিয়ে লোকটা বললে, "জিনিসটা কোকেন। খুব সস্তায় পাবেন। ডিউটি-ছুট মাল—লুকিয়ে দেব।"

গঙ্গাধর চমকে উঠল।

সে কখনো ও-ব্যবসা করেনি। ডিউটি-ছুট কোকেন—কি সর্বনেশে জিনিস! ভাললোকের পাল্লায় সে পড়েচে! না—সে কিনবে না।

লোকটা সম্ভবত পাঞ্জাবী মুসলমান। বাংলা বলতে পারে—তবে বেশ একটু বাঁকা। অনুনয়ের সুরে বললে, "বাবু, আপনি নিন। আপনার ভাল হবে, সিকি কড়িতে দেব... আমার মুশকিল হয়েচে আমি মাল বিক্রির লোক খুঁজে পাচ্ছিনে। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি কতজায়গায় আবার সব জায়গায় তো যেতে পারিনে, পুলিশের ভয় তো আছে! কেউ কথাকইচে না আমার সঙ্গে, সেই হয়েচে আরো মুশকিল। হঠাৎ শহরে এত পুলিশের ভয় হল যে কেন বাবু তা বুঝিনে। আগে যারা এ-ব্যবসা করতো, তাদের কাছে যাচ্ছি, তারা আমার দিকেচেয়েও দেখচে না।...আপনি গররাজি হবেন না বাবু—মাল দেখুন, পরে দামদস্তুর হবে..."

লোকটার গলার সুরে একটা কি শক্তি ছিল, গঙ্গাধরের মন খানিকটা ভিজল। কোকেনের ব্যবসাতে মানুষ রাতারাতি বড়লোক হয়েচে বটে। বিনা সাহসে, বিপদ এড়িয়ে চলে বেড়ালে কিলক্ষ্মীলাভ হয়? দেখাই যাক না।

হঠাৎ গঙ্গাধর চেয়ে দেখলে যে লোকটা নেই সেখানে। এই তো দাঁড়িয়েছিল, কোথায়গেল আবার? পাছে কেউ শোনে এই ভয়ে বেশি জোরে ডাকতেও পারলে না। চাপা গলায়বাঙালি-হিন্দিতে ডাকলে, "কোথায় গিয়া, ও খাঁ সাহেব?"

এদিকে ওদিকে চাওয়ার পর সামনে চাইতেই দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লাধারী খাঁ সাহেবকেদাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। গঙ্গাধর বললে, "জলদি চলো, অনেক দূর যানে হোগা।"

কি একটা যেন ঢাকবার জন্যে লোকটি প্রাণপণে চেষ্টা করচে, "আমার সঙ্গে এসো, মালদেখাব।"

দু'জনে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে অনেক দূর গেল। যে সময়ের কথা বলচি, তখন ওদিকেঅত লোকজন ছিল না। মাঝে মাঝে জোয়ার নেমে যাওয়াতে বড় বড় ভড় ও নৌকো কাদারওপর পড়ে আছে, দু-একটা করাতের কারখানা, তাও দূরে দূরে—জলের ধারে নোনাচাঁদাকাঁটার বন, পেছনে অনেক দূরে খিদিরপুর বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে।

পথে যেতে যেতে খাঁসাহেব একটা বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। গঙ্গাধরের দিকে চেয়েবললে, "আমায় দেখতে পাচ্ছ তো?"

"কেন পাব না? এমন বয়েস এখনো হয়নি যে এই সন্ধেবেলাতেই চোখে ঠাওর হবে না!"

একবার গঙ্গাধর জিজ্ঞেস করলে, "তোমার ডেরা কোথায়, খাঁসাহেব?"

লোকটা চকিতে পেছন ফিরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "কেন, সে তোমার কিদরকার? পুলিশে ধরিয়ে দেবে ভেবে থাকো যদি, তবে ভাল হবে না জেনো। মাল দেব, তুমিটাকা দেবে—মাল নিয়ে চলে যাবে,—আমার বাসার খোঁজে তোমার কি কাজ!"

লোকটার চোখের চাউনি অদ্ভুত। গঙ্গাধর অস্বস্তি বোধ করল; খুব ভাল দেখা যায় না, কিন্তু ওর দুই চোখে যেন ইস্পাতের ছুরি ঝলসে উঠল। না, তার সঙ্গে টাকা রয়েচেএ-অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে একা এই সন্ধেবেলাতে সেএতদূর এসে পড়েচে—লোভে মানুষের জ্ঞান থাকে না—তার ভেবে দেখা উচিত ছিল—কিন্তু যখন এসেইচে, তখন আর চারা নেই। বিশেষত সে যে ভয় পেয়েছে এটা না দেখানোই ভাল।দেখালে বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বই কমবে না। ছুরি বার করে বসলে তখন আর উপায়থাকবে না।

অনেক দূর গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গুদামঘর। একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, গুদামঘরের দরজা থেকে একটু দূরে। তার ওপর গঙ্গাধরকে বসতে বলে লোকটা কোথায় চলে গেল। গঙ্গাধর বসে চারিধারে চেয়ে দেখলে, গুদামঘরের আশেপাশে সর্বত্র আগাছার অনুচ্চ জঙ্গল, নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

অন্ধকার হলেও মাঠের মধ্যে বলে অন্ধকার তত ঘন নয়। সেই পাতলা অন্ধকারে চেয়েদেখে গঙ্গাধরের মনে হল গুদামঘরটা পুরোনো এবং যেন অনেককাল অব্যবহার্য হয়ে পড়েআছে। বাঁশের বেড়া খসে পড়েচে জায়গায় জায়গায়, চালের খোলা উড়েগিয়েছে মাঝে মাঝে, সামনের দোরটা উই-ধরা, ভেঙে পড়তে চাইছে যেন।...

গঙ্গাধরের কেমন একটা ভয় হল। কেন সে এখানে এল এই সন্ধ্যায়? এরকম জায়গায়একা মানুষে আসে, বিশেষ করে এতগুলো টাকা সঙ্গে করে? সে আসতো না কখনই, সে কলকাতায় আজ নতুন নয়, তার ওপরে ঝুনো ব্যবসাদার, বাঙাল দেশ থেকে নতুন আসেনি।ওই লোকটির কথার সুরে কি জাদু আছে, গঙ্গাধরকে যেন টেনে এনেচে, সাধ্য ছিল না যে সেছাড়ায়—একথা এখন তার মনে হল।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে খাঁসাহেবের মূর্তি দেখা গেল। লোকটার যাওয়া-আসা এমন নিঃশব্দ ও এমন অদ্ভুত ধরনের, যেন মনে হয় অন্ধকারে ওর চেহারা মিলিয়ে গিয়েচিল, আবারফুটে বেরুল। কোথাও যে চলে গিয়েছিল এমন মনে হয় না। পাকা আর ঝুনো খেলোয়াড় আরকি!

খাঁসাহেব দোর খুলে গুদামঘরে ঢুকলে। গঙ্গাধরকেও যখন পেছনে আসতে বললে তখন ভয়ে গঙ্গাধরের হাত-পা ঝিমঝিম করচে, বুক ঢিপঢিপ করচে। এই অন্ধকার গুদামঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠিক ও লোকটা ওর ওই লম্বা হাতে গলা টিপে ধরবে কিংবা ছুরি বুকে বসাবে—সেই ফন্দিতে এতদূর ভুলিয়ে এনেচে। লোকটা নিশ্চয়ই জানতো যে তার কাছেটাকা আছে, অনুসন্ধান রেখেছিল—কে জানে খোদাদাদ খাঁয়ের দলের লোক কিনা? গঙ্গাধরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলে। একবার সে ভাবলে, দৌড়ে পালাবে, কিন্তু সে বুড়ো মানুষ, এই জোয়ান পাঞ্জাবী মুসলমানের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তার পক্ষে পেরে ওঠাঅসম্ভব।

কলেরপুতুলের মতো গঙ্গাধর গুদামঘরের মধ্যে ঢুকল। আশ্চর্য, গুদামের ওদিকেরদেওয়ালটা যে একেবারে ভাঙা ! গুদামের সর্বত্র দেখা যাচ্ছে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে। এক জায়গায় দুটো খালি পিপে ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মাকড়সার জাল সর্বত্র, অন্ধকারে দেখা যায়না বটে, কিন্তু নাকেমুখে লাগে। একটা কি রকম ভ্যাপসা গন্ধ গুদামের মধ্যে, মেঝেটাস্যাঁতসেঁতে, কতকাল এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকেনি!

এদিকে আবার খাঁসাহেব কোথায় গেল? লোকটা থাকে থাকে যায় কোথায়?

অল্পক্ষণ..মিনিট দুই হবে, কেউ কোথাও নেই, শুধু গঙ্গাধর একলা...আবার সেই ভয়টাহল। কেমন এক ধরনের ভয়...যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে, এই বা কি রকম ভয়! আরগুদামঘরটার মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন একটা স্রোত বইচে মাঝে মাঝে।

মিনিট-দুই পরেই খাঁসাহেব—এই তো আধো-অন্ধকারের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়ে।....

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বললে খাঁসাহেব। বললে, "তুমি কালা নাকি? এতক্ষণ কথাবলচি, শুনতে পাচ্ছ না? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? কোকেন যে জায়গায় আছে বললাম, তাদেখতে পেয়েচ? শাবলের চাড় দিয়ে তুলতে বললাম পিপে দুটো—হাঁ করে সঙের মতোদাঁড়িয়ে কেন?"

বা রে! এত কথা কখন বলেচে লোকটা? পাগল নাকি? গঙ্গাধর কেমন ভ্যাবাচ্যাকা হয়েগিয়েছে, মূঢ়ের মতো দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "কখন তুমি দেখালে কোকেনের জায়গা—কই কোথায় শাবল ?"...

কথা বলতে বলতে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ খাঁসাহেবের মুখের দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে তারমনে হল তার বিভ্রান্ত, বিমূঢ়, আতঙ্কাকুল দৃষ্টির সামনের খাঁসাহেবের মুখ, গলা, বুক, হাত পা, সারা দেহটা যেন চুরচুর হয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পড়ছে...সব যেন ভেঙে বাতাসে উড়ে উড়েযাচ্ছে...খাঁসাহেব প্রাণপণে দাঁতমুখ খামুটি করে বিষম মনের জোরে তার দেহের চূর্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধরে রাখবার জন্যে চেষ্টা করছে। কিন্তু পেরে উঠচে না...সব ভেঙে গেল, গুঁড়িয়ে গেল, উড়ে গেল...এক...দুই...তিন...চার...

আর কোথায় খাঁসাহেব? চারিপাশের অন্ধকারের মধ্যে সে মিশিয়ে গিয়েছে..একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের ঝাপটা এল কোথা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর আর্তরবে চিৎকার করেগুদামঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

একটা দেশী ভড় কাছে কোথায় বাঁধা ছিল, তার মাঝিরা এসে গঙ্গাধরকে অচেতনঅবস্থায় তাদের ভড়ে নিয়ে যায়, তারাই তাকে দোকানে পৌঁছে দেয়। গঙ্গাধরের টাকা ঠিক ছিল, কানাকড়িও খোয়া যায়নি। তবে শরীর শুধরে উঠতে সময় নিয়েছিল, অনেকদিন পর্যন্ত অন্ধকারে সে একা কিছুতেই থাকতে পারতো না।

মাস দুই পরে মেটেবুরুজে খোদাদাদ খাঁর কাছে টাকা শোধ দিতে গিয়ে গঙ্গাধর টাকা নিয়ে যাবার দিন কি ঘটনা ঘটেছিল সেটা বললে। খোদাদাদ খাঁ গল্প শুনে গম্ভীর হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "সাহজী, ও হল আমীর খাঁ। চোরাই কোকেনের খুব বড় ব্যবসাদার ছিল। আজ বছর পনেরো আগেকার কথা, রমজান মাসে বেশ কিছু মাল হাতেপায়। তক্তাঘাটের কাছে একখানা জাহাজ ভিড়েছিল, সেখান থেকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলে, জাহাজের লোকের সঙ্গে সড় ছিল—কোথায় সে মাল রাখতো কেউ জানে না। সেই মাসের মাঝামাঝি সে খুন হয়। কে বা কেন খুন করলে জানা যায়নি, কেউ ধরা

পড়ে না। তবে দলের লোকই তাকে খুন করেছিল এটা বোঝা কঠিন নয়। এই পর্যন্ত আমীর খাঁর ঘটনা আমি জানি। আমার মনে হয় আমীর খাঁ সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মাল বিক্রি করবার জন্যে, ওরপুরোনো কোকেনের বাক্স হয়েছে দোজখের বোঝা।...তা বাবু, সে গুদামঘরটা কোথায় তুমিদেখাতে পারবে?"

গঙ্গাধর অন্ধকারে কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে সেখান গিয়েছিল তা তার মনে নেই, মনে থাকলেও সে যেতো না।

পথে আসতে আসতে গঙ্গাধরের মনে পড়ল, পুরোনো ভাঙা গুদামঘরটার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আমীর খাঁয়ের মুখের সেই হতাশ ও অমানুষিক চেষ্টা করেও হেরে যাবার দৃষ্টিটা। হতভাগ্য এতদিনেও কি বোঝেনি সে মারা গিয়েচে?...কে উত্তর দেবে? ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন।